জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক উপকরণ (National & International Instruments for Biodiversity Conservation)

জীববৈচিত্র্য (Biodiversity) এবং বাস্তুতন্ত্রের (Ecosystem) সেবা—যেমন খাদ্য, বিশুদ্ধ পানি, ঔষধ এবং অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদ—মানবজাতির টিকে থাকার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু বর্তমানে জীববৈচিত্র্যের অবস্থা দ্রুত অবনতি হচ্ছে। গত এক কোটি বছরের গড় হারের তুলনায় বর্তমানে প্রজাতি বিলুপ্তির হার কয়েকশ গুণ বেশি। ২০১৯ সালের মে মাসে Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services-এর প্রকাশিত বৈশ্বিক প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয় যে, প্রায় **১০ লক্ষ প্রজাতি** বিলুপ্তির ঝুঁকিতে রয়েছে, যার অনেকগুলো আগামী কয়েক দশকের মধ্যেই বিলুপ্ত হতে পারে।

বিশ্বজুড়ে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের জন্য বিভিন্ন উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। United Nations-এর **১৭টি টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার (SDGs)** মধ্যে **লক্ষ্য-১৫ (Life on Land)**-এর অন্যতম উদ্দেশ্য হলো জীববৈচিত্র্যের ক্ষয় রোধ করা।

১৯৯২ সালে Convention on Biological Diversity প্রতিষ্ঠিত হয়। এটি জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ সম্পর্কিত সবচেয়ে বিস্তৃত আন্তর্জাতিক চুক্তি, যার লক্ষ্য পরিবেশগত, অর্থনৈতিক ও সামাজিক দিকগুলোর মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করা।

জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে আন্তর্জাতিক চুক্তি এবং জাতীয় আইন একসঙ্গে কাজ করে। এগুলোকে প্রধানত **আন্তর্জাতিক (International)** এবং **জাতীয় (National)** উপকরণে ভাগ করা যায়।

A. আন্তর্জাতিক উপকরণ (International Instruments)

i. Convention on Biological Diversity (জীববৈচিত্র্য বিষয়ক কনভেনশন), ১৯৯২

১৯৯২ সালের **পৃথিবী সম্মেলনে (Earth Summit)** গৃহীত হয়। এর তিনটি প্রধান লক্ষ্য হলো—

- জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ।
- জীববৈচিত্র্যের উপাদানসমূহের টেকসই ব্যবহার।
- জিনগত সম্পদ ব্যবহারের ফলে প্রাপ্ত সুবিধার ন্যায্য ও সমবণ্টন (Access and Benefit Sharing - ABS)।

CBD-এর দুটি গুরুত্বপূর্ণ প্রোটোকল:

- **Cartagena Protocol on Biosafety** : আধুনিক জৈবপ্রযুক্তির মাধ্যমে উৎপাদিত জীবন্ত পরিবর্তিত জীব (LMOs)-এর নিরাপদ ব্যবহার, পরিবহন ও সংরক্ষণ নিশ্চিত করে।
- **Nagoya Protocol** : জিনগত সম্পদে প্রবেশাধিকার এবং সেখান থেকে প্রাপ্ত সুবিধার ন্যায্য বণ্টন নিশ্চিত করে।

ii. Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES), ১৯৭৩

বিপন্ন বন্যপ্রাণী ও উদ্ভিদের আন্তর্জাতিক বাণিজ্য যেন তাদের প্রাকৃতিক অস্তিত্বের জন্য হুমকি না হয়ে ওঠে, তা নিশ্চিত করে।

iii. Ramsar Convention, ১৯৭১

জলাভূমির সংরক্ষণ ও টেকসই ব্যবহার নিশ্চিত করা এবং তাদের পরিবেশগত বৈশিষ্ট্য বজায় রাখা এর প্রধান উদ্দেশ্য।

iv. Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals, ১৯৭৯

পরিযায়ী স্থলজ, সামুদ্রিক এবং পাখি প্রজাতির সংরক্ষণে কাজ করে।

v. UNESCO World Heritage Convention

বিশ্বের প্রাকৃতিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যবাহী স্থানগুলোর সংরক্ষণ নিশ্চিত করে, যেগুলো অসাধারণ বৈশ্বিক গুরুত্ব (Outstanding Universal Value) বহন করে।

UNESCO Man and the Biosphere Programme

- বিশ্বব্যাপী বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভ সংরক্ষণে সহায়তা করে।
- সংরক্ষণ ও টেকসই উন্নয়নের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে।

vi. International Union for Conservation of Nature

- **IUCN Red List** পরিচালনা করে।
- জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ নীতিমালার জন্য বৈজ্ঞানিক নির্দেশনা প্রদান করে।

vii. United Nations Framework Convention on Climate Change

যদিও এটি মূলত জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে কাজ করে, তবুও বাস্তুতন্ত্র সংরক্ষণ ও প্রকৃতিভিত্তিক সমাধানের মাধ্যমে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

B. জাতীয় উপকরণ (ভারত)

i. Wildlife (Protection) Act, 1972

ভারতে বন্যপ্রাণী, পাখি ও উদ্ভিদের সংরক্ষণের প্রধান আইন। এই আইনের মাধ্যমে **জাতীয় উদ্যান (National Park), অভয়ারণ্য (Wildlife Sanctuary), Conservation Reserve এবং Community Reserve** গঠন করা হয়।

ii. Biological Diversity Act, 2002

CBD বাস্তবায়নের জন্য ভারতে এই আইন প্রণীত হয়। এর অধীনে গঠিত হয়েছে—

- **National Biodiversity Authority (NBA), চেন্নাই**
- State Biodiversity Boards (SBBs)
- Biodiversity Management Committees (BMCs)

iii. Environment (Protection) Act, 1986

এটি একটি সমন্বিত পরিবেশ আইন। পরিবেশ সংরক্ষণ, উন্নয়ন এবং জীবজগত ও বাস্তুতন্ত্রকে ক্ষতিকর প্রভাব থেকে রক্ষা করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে ব্যাপক ক্ষমতা প্রদান করে।

iv. Forest (Conservation) Act, 1980

বন উজাড় রোধ এবং বনভূমিকে অ-বন কাজে ব্যবহারের ওপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করে।

v. Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006

বনবাসী জনগোষ্ঠীর বনসম্পদের ওপর ঐতিহ্যগত অধিকার স্বীকৃতি দেয় এবং জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে তাদের ভূমিকার স্বীকৃতি প্রদান করে।

vi. সংরক্ষিত এলাকা নেটওয়ার্ক (Protected Area Network)

ভারতে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের জন্য বিভিন্ন ধরনের সংরক্ষিত এলাকা রয়েছে, যেমন—

- জাতীয় উদ্যান (National Parks)
- বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য (Wildlife Sanctuaries)
- বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভ (Biosphere Reserves)
- সংরক্ষণ রিজার্ভ (Conservation Reserves)
- কমিউনিটি রিজার্ভ (Community Reserves)

উপসংহার

জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে আন্তর্জাতিক চুক্তি ও জাতীয় আইন একে অপরের পরিপূরক। আন্তর্জাতিক চুক্তিগুলো বৈশ্বিক নীতি ও সহযোগিতার ভিত্তি গড়ে তোলে, আর জাতীয় আইন সেই নীতিগুলো বাস্তবায়নের মাধ্যমে জীববৈচিত্র্য, বাস্তুতন্ত্র এবং প্রাকৃতিক সম্পদের দীর্ঘমেয়াদি সংরক্ষণ নিশ্চিত করে।

সংরক্ষণে প্রথাগত জ্ঞানের ভূমিকা

ভূমিকা

আদিবাসী ও স্থানীয় জনগোষ্ঠী প্রকৃতির সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত এবং তারা প্রকৃতি থেকেই জীবিকা নির্বাহ করে। নৃতাত্ত্বিক ও ভাষাগত তথ্য অনুযায়ী, ভারতে প্রায় **১০.৪ কোটি** আদিবাসী মানুষ বসবাস করেন, যারা **৭০৫টি** স্বদেশীয় জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। তারা জীববৈচিত্র্যের শোষক নয়, বরং সংরক্ষক। এই আদিবাসী সম্প্রদায়গুলির প্রথাগত জ্ঞান (Traditional Knowledge) আমাদের দেশের এক অমূল্য সম্পদ এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

প্রথাগত জ্ঞান (Traditional Knowledge - TK) বলতে বোঝায় এমন জ্ঞান, দক্ষতা, বিশ্বাস ও চর্চা, যা আদিবাসী ও স্থানীয় জনগোষ্ঠী দীর্ঘদিন ধরে পরিবেশের সঙ্গে মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে অর্জন করেছে। এই জ্ঞান প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে সংরক্ষিত ও হস্তান্তরিত হয়েছে এবং প্রাকৃতিক সম্পদ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

সংরক্ষণে প্রথাগত জ্ঞানের গুরুত্ব

১. জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ

- প্রথাগত পদ্ধতি বিপন্ন প্রজাতিকে রক্ষা করে এবং পরিবেশগত ভারসাম্য বজায় রাখতে সাহায্য করে।
- আদিবাসীরা বুনো ফল, বীজ, কন্দ, মূল ও ভোজ্য উদ্ভিদ সংরক্ষণ করে জীববৈচিত্র্য রক্ষা করেন।
- ঝুম চাষের সময় তারা সব গাছ কেটে ফেলেন না; বরং **জাম (Syzygium cumini), ফালসা (Grewia asiatica), আম (Mangifera indica), কমলা (Citrus spp.), কলা (Musa spp.)** ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ গাছ সংরক্ষণ করেন।
- পবিত্র বনভূমি (Sacred Groves) ও সম্প্রদায়-সংরক্ষিত বন জীববৈচিত্র্যের গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হিসেবে কাজ করে।

২. প্রাকৃতিক সম্পদের টেকসই ব্যবস্থাপনা

- প্রথাগত সংগ্রহ ও ব্যবহার পদ্ধতি প্রাকৃতিক সম্পদের অতিরিক্ত শোষণ রোধ করে।
- পর্যায়ক্রমিক চারণ, পতিত জমি রেখে ঝুম চাষ এবং মৌসুমি মাছ ধরা বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্য বজায় রাখে।
- বন, জল ও বন্যপ্রাণীর টেকসই ব্যবহার নিশ্চিত করে।

৩. জিনগত বৈচিত্র্য সংরক্ষণ

- আদিবাসী কৃষকরা দেশীয় ফসলের জাত ও গবাদি পশুর জাত সংরক্ষণ করেন।
- এসব জাত অনেক সময় রোগ, পোকামাকড় এবং জলবায়ুগত প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে অধিক সহনশীল।
- কৃষিজ জীববৈচিত্র্য ও খাদ্য নিরাপত্তা বজায় রাখতে সহায়তা করে।

৪. জলবায়ু পরিবর্তনের সঙ্গে অভিযোজন

- প্রথাগত জ্ঞান খরা, বন্যা ও আবহাওয়ার পরিবর্তনের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার কৌশল প্রদান করে।
- পরিবেশগত লক্ষণ দেখে আবহাওয়ার পূর্বাভাস দেওয়ার ঐতিহ্য স্থানীয় জনগণকে অভিযোজনে সাহায্য করে।

৫. বাস্তুতন্ত্র পুনরুদ্ধার

- আদিবাসীরা স্থানীয় উদ্ভিদ ও পরিবেশগত জ্ঞানের সাহায্যে ক্ষতিগ্রস্ত জমি পুনরুদ্ধার করেন।
- বনায়ন, মাটি সংরক্ষণ ও জলাধার ব্যবস্থাপনায় তাদের জ্ঞান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

৬. সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক সংরক্ষণ

- অনেক বন, নদী ও পাহাড় ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক বিশ্বাসের কারণে সংরক্ষিত থাকে।
- পবিত্র বনভূমি (Sacred Forest), নদী ও পর্বত রক্ষা করা হয় ঐতিহ্যের অংশ হিসেবে।
- এর ফলে মানুষ ও প্রকৃতির মধ্যে গভীর সম্পর্ক গড়ে ওঠে।

৭. আধুনিক সংরক্ষণ কৌশলে সহায়তা

- প্রথাগত জ্ঞান ও আধুনিক বৈজ্ঞানিক গবেষণার সমন্বয় সংরক্ষণ পরিকল্পনা, আবাসস্থল পুনরুদ্ধার ও বন্যপ্রাণী ব্যবস্থাপনাকে আরও কার্যকর করে।
- বর্তমানে অনেক সংরক্ষণ কর্মসূচিতে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ ও তাদের জ্ঞানের গুরুত্ব স্বীকৃত হয়েছে।

৮. স্থানীয় ও বিরল উদ্ভিদ সংরক্ষণ

- আদিবাসীরা বিভিন্ন নিষেধাজ্ঞা (Taboo) ও ধর্মীয় বিশ্বাসের মাধ্যমে পবিত্র বনভূমি সংরক্ষণ করেন।
- তাদের উদ্ভিদ, প্রাণী ও বাস্তুতন্ত্র সম্পর্কে গভীর জ্ঞান রয়েছে।
- আয়ুর্বেদ ও অন্যান্য প্রাচীন চিকিৎসা পদ্ধতিতে এই জ্ঞানের ব্যবহার রয়েছে।
- **সর্পগন্ধা (Rauwolfia serpentina)** ও **রসুন (Allium sativum)** উচ্চ রক্তচাপ কমাতে ব্যবহৃত হয়।
- **নয়নতারা (Catharanthus roseus)** ও **অশ্বগন্ধা (Withania somnifera)**-এর নির্যাস দীর্ঘদিন ধরে ক্যান্সারবিরোধী ওষুধ তৈরিতে ব্যবহৃত হয়ে আসছে।

ভারতের উদাহরণ

- মেঘালয়, কর্ণাটক ও মহারাষ্ট্রের **পবিত্র বনভূমি (Sacred Groves)** বহু উদ্ভিদ ও প্রাণীর আশ্রয়স্থল।
- রাজস্থানের **বিশ্নোই (Bishnoi)** সম্প্রদায় বন্যপ্রাণী ও বৃক্ষ সংরক্ষণের জন্য বিখ্যাত।
- ওড়িশার রায়গড়া জেলার **দেবল দেব (Debal Deb)** "বীজ যোদ্ধা" নামে পরিচিত। তিনি '**বৃহি (Vrihi)**' নামে দক্ষিণ এশিয়ার বৃহত্তম লোকজ ধানের বীজভাণ্ডার গড়ে তুলেছেন, যেখানে **১,৪১০টিরও বেশি** দেশীয় ধানের জাত সংরক্ষিত রয়েছে।
- মহারাষ্ট্রের আহমেদনগরের **রাহিবাই পোপেরে (Rahibai Popere)** "বীজ নারী" নামে পরিচিত। তিনি **৫৩টি ফসলের ১১৪টি** দেশীয় জাত সংরক্ষণ করেছেন।
- রাজস্থানের বানসওয়াড়া জেলার **বীজ স্বরাজ (Beej Swaraj)** উদ্যোগ আদিবাসী নারীদের মাধ্যমে দেশীয় বীজ সংরক্ষণে কাজ করছে।
- **জোহাড় (Johads)** ও ঐতিহ্যবাহী জলাধার ব্যবস্থা জল সংরক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

- উত্তর-পূর্ব ভারতের আদিবাসীরা সম্প্রদায়ভিত্তিক বন ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে বন সংরক্ষণ করেন।

চ্যালেঞ্জ

- আধুনিকীকরণ ও নগরায়নের ফলে প্রথাগত জ্ঞানের ক্ষয়।
- নতুন প্রজন্মের কাছে এই জ্ঞানের সঠিকভাবে হস্তান্তর না হওয়া।
- প্রথাগত জ্ঞানের যথাযথ স্বীকৃতি ও নথিভুক্তির অভাব।
- স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে ন্যায্য সুবিধা না দিয়ে তাদের জ্ঞানের বাণিজ্যিক ব্যবহার।

উপসংহার

প্রথাগত জ্ঞান পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের একটি অমূল্য সম্পদ। আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সঙ্গে এই জ্ঞানের সমন্বয় করলে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ, প্রাকৃতিক সম্পদের টেকসই ব্যবহার এবং জলবায়ু পরিবর্তনের সঙ্গে অভিযোজন আরও কার্যকর হবে। তাই দীর্ঘমেয়াদি পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য আদিবাসী ও স্থানীয় জনগোষ্ঠীর জ্ঞান, অধিকার ও অংশগ্রহণকে যথাযথ স্বীকৃতি ও সমর্থন দেওয়া অত্যন্ত জরুরি।

সম্প্রদায়ভিত্তিক সংরক্ষণ (Community-Based Conservation - CBC) এবং চিড়িয়াখানা ব্যবস্থাপনার ধারণা

সম্প্রদায়ভিত্তিক সংরক্ষণ (Community-Based Conservation - CBC) হলো এমন একটি সংরক্ষণ পদ্ধতি যেখানে স্থানীয় জনগণকে প্রাকৃতিক সম্পদের সংরক্ষণ, ব্যবস্থাপনা এবং চিড়িয়াখানা (Zoo) পরিচালনার কাজে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করানো হয়। এই পদ্ধতিতে স্থানীয় জনগণকে বন্যপ্রাণীর রক্ষক (Wildlife Steward) হিসেবে গড়ে তোলা হয় এবং তাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক চাহিদার সঙ্গে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণকে সমন্বয় করা হয়।

CBC-এর মাধ্যমে চিড়িয়াখানাগুলোকে শুধুমাত্র প্রাণী প্রদর্শনের স্থান হিসেবে নয়, বরং **সম্প্রদায়ভিত্তিক সংরক্ষণ কেন্দ্র** হিসেবে গড়ে তোলা হয়। এর মাধ্যমে স্থানীয় আবাসস্থল পুনরুদ্ধারে অর্থায়ন, স্থানীয় মানুষের কর্মসংস্থান এবং আদিবাসী ও ঐতিহ্যগত পরিবেশগত জ্ঞানকে প্রাণী পরিচর্যা ও সংরক্ষণে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

সম্প্রদায়ভিত্তিক সংরক্ষণের উদ্দেশ্য (Purpose)

CBC-এর প্রধান উদ্দেশ্যগুলো হলো—

১. প্রাকৃতিক সম্পদের সংরক্ষণ

- স্থানীয় জনগণকে তাদের প্রাকৃতিক সম্পদের মালিকানা ও দায়িত্ব গ্রহণে উৎসাহিত করা।
- স্থানীয় প্রয়োজন অনুযায়ী সংরক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা।

২. সম্পদের টেকসই ব্যবহার

- প্রাকৃতিক সম্পদ এমনভাবে ব্যবহার করা যাতে পরিবেশের ক্ষতি না হয় এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মও সেই সম্পদ ব্যবহার করতে পারে।

৩. দারিদ্র্য হ্রাস

- ইকো-ট্যুরিজম (Ecotourism), টেকসই কৃষি, বনায়ন এবং বনজ অ-কাঠজাত পণ্যের মাধ্যমে আয়ের সুযোগ সৃষ্টি করা।
- স্থানীয় জনগণের প্রাকৃতিক সম্পদের উপর অতিরিক্ত নির্ভরশীলতা কমানো।

৪. স্থানীয় জনগণের ক্ষমতায়ন

- সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও সম্পদ ব্যবস্থাপনায় স্থানীয় জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।

৫. সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা

- সংরক্ষণের সুবিধা ও ব্যয় যেন সমাজের সকল সদস্যের মধ্যে ন্যায্যভাবে বণ্টিত হয় তা নিশ্চিত করা।

সম্প্রদায়ভিত্তিক সংরক্ষণের প্রবণতা ও সমস্যা (Community-Based Conservation: Trends and Issues)

প্রবণতা (Trends)

- সংরক্ষণে স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণ ও মালিকানার গুরুত্ব বৃদ্ধি।
- যৌথ সিদ্ধান্ত গ্রহণ (Collaborative Decision-making) ও সহ-ব্যবস্থাপনার (Co-management) ওপর জোর।
- ঐতিহ্যগত জ্ঞান ও স্থানীয় অভিজ্ঞতার গুরুত্ব স্বীকৃতি।
- সংরক্ষণ কার্যক্রমকে সম্প্রদায়ের উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে সমন্বয় করা।
- যোগাযোগ ও জনসম্পৃক্ততায় প্রযুক্তি ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের ব্যবহার বৃদ্ধি।
- সম্প্রদায়-নেতৃত্বাধীন ইকো-ট্যুরিজম ও টেকসই জীবিকার বিকাশ।
- সামাজিক সমতা ও ন্যায়বিচারের ওপর অধিক গুরুত্ব প্রদান।

সমস্যা (Issues)

- সম্পদের ব্যবহার ও প্রবেশাধিকার নিয়ে বিরোধ।

- সিদ্ধান্ত গ্রহণে ক্ষমতার অসমতা ও অসম প্রতিনিধিত্ব।
- সংরক্ষণে কার্যকর অংশগ্রহণের জন্য স্থানীয় জনগণের দক্ষতা ও সম্পদের অভাব।
- ঐতিহ্যগত জ্ঞান ও প্রথার যথাযথ স্বীকৃতি ও সহায়তার অভাব।
- সংরক্ষণ লক্ষ্য এবং স্থানীয় জনগণের চাহিদার মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করা কঠিন।
- খনিজ উত্তোলন, বৃহৎ উন্নয়ন প্রকল্প এবং অন্যান্য বহিরাগত চাপের কারণে CBC কার্যক্রম হুমকির মুখে পড়া।
- পর্যাপ্ত অর্থায়ন ও দীর্ঘমেয়াদি আর্থিক স্থায়িত্বের অভাব।

সম্প্রদায়ভিত্তিক সংরক্ষণের সুবিধা ও ব্যয় (Benefits and Costs of CBC)

সুবিধা (Benefits)

- স্থানীয় জনগণ সংরক্ষণ কার্যক্রমের সক্রিয় অংশীদার হয়ে ওঠে।
- স্থানীয় জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা সংরক্ষণকে আরও কার্যকর ও টেকসই করে।
- সংরক্ষণ কার্যক্রম তুলনামূলকভাবে কম ব্যয়বহুল হয়, কারণ জনগণ নিজেদের সময়, শ্রম ও অর্থ বিনিয়োগ করে।
- সংরক্ষণবিদ এবং স্থানীয় জনগণের মধ্যে আস্থা, সহযোগিতা ও সুসম্পর্ক বৃদ্ধি পায়।

অসুবিধা বা ব্যয় (Costs)

- CBC বাস্তবায়নে অনেক সময়, অর্থ ও শ্রমের প্রয়োজন হয়।
- বিভিন্ন পক্ষের স্বার্থের সংঘাত দেখা দিতে পারে, যা আলোচনার মাধ্যমে সমাধান করতে হয়।
- স্থানীয় জনগণের জন্য প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা উন্নয়নের প্রয়োজন হয়।
- বৈশ্বিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি বা রাজনৈতিক অস্থিরতা CBC-এর সাফল্যকে প্রভাবিত করতে পারে।
- সংরক্ষণ থেকে প্রাপ্ত সুবিধা যদি সমানভাবে বন্টিত না হয়, তাহলে সম্প্রদায়ের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি হতে পারে।